সংবাদ

তারিখ 30 JUN 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মাউশিতে সিসি টিভি বসানো হচ্ছে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

অধিদফতরের সব কর্মকাণ্ড মনিটরিং করার লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরে (মাউশি) সিসিটিভি বসানো হচ্ছে। অধিদফতরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সেখানে কাজের জন্য আসা প্রতিটি ব্যক্তির কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ১৫ দিনের মধ্যেই ৩২টি সিসি ক্যামেরা বসানো হবে। স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার এমপিও শাখা, প্রশাসন, অর্থ হিসাব ও বাজেট, পত্র গ্রহণ এবং তাৎক্ষণিক সেবাকেন্দ্রসহ সব গুরুত্বপূর্ণ শাখাতেই বসানো হচ্ছে এ সিসি ক্যামেরা। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমান উর রশিদ সিসি ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্তের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

গতকাল তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা নিয়ে আমরা একটি শিক্ষকবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে চাই। সিসি ক্যামেরা বসানোর মতো সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে মহাপরিচালক বলেন, কর্মকাণ্ডে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সবাই সুফল পাবে বলে আমরা আশাকরি। আমরা আশাকরি এর মাধ্যমে কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে। কাজে গতি আসবে। নিয়মানুবর্তিতা নিশ্চিত হবে। ক্যামরা বসাতে কতদিন লাগবে এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কাজ ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে।

মাউশিতে : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৩

মাউশিতে : সিসিটিভি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষামন্ত্রী বিদেশ থেকে দেশে ফিরলেই অধিদফতরে সিসি ক্যামেরার উদ্বোধন করা হবে। অধিদফতরের পুরো কর্মকাণ্ড সফল করতে সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা কামনা করেন মহাপরিচালক।

এদিকে অধিদফতরের প্রশাসন শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হচ্ছে সব গুরুত্বপূর্ণ শাখাকেই। বছরের পর বছর ধরে যে শাখার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠে সেই এমপিও শাখাকে বিশেষভাবে নজরে আনা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা এ তিন স্তরের এমপিও শাখাতেই বসানো হবে সিসিটিভি। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য শাখা যেমন প্রশাসন শাখায় থাকবে ক্যামেরা। অর্থ হিসাব ও বাজেট, পত্র গ্রহণ এবং তাৎক্ষণিক সেবাকেন্দ্রসহ প্রায় সব শাখাতেই ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ শুরু করা হয়েছে। শিক্ষক-কর্মচারীরা সারাদেশ থেকে এসে যে কোন চিঠি বা কাগজপত্র জমা দেয়ার সময়ে কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী অনিয়ম করছে কি না দেখা হবে। এ ছাড়া সারাদেশ থেকে কাজের সন্ধানে আসা মানুষের জন্য যে তাৎক্ষণিক সেবাকেন্দ্র ইতোমধ্যে খোলা হয়েছে সেখানেও সিসি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে।

এদিকে এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন শিক্ষকরা। স্বাগত জানিয়েছে শিক্ষক সংগঠনগুলো। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম বলেছেন, এ অধিদফতরের এ ব্যতিক্রমী ও কঠোর সিদ্ধান্ত শিক্ষা অধিদফতরে দুর্নীতি ও শিক্ষক-কর্মচারী হয়রানি বন্ধে বড় ভূমিকা রাখবে বলে আমরা আশাকরি। স্বাধীনতা শিক্ষক পরিষদের সদস্য সচিব ও বাংলাদেশ শিক্ষক-কর্মচারী পরিষদের আহ্বায়ক অধ্যক্ষ শাহজাহান আলম সাজু সরকারের এ সিদ্ধান্তকে যুগান্তকারী হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, এটা প্রধানমন্ত্রীর দুর্নীতিমুক্ত ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গিকার পূরণের একটি বড় পদক্ষেপ। এ কঠোর সিদ্ধান্তের জন্য তিনি শিক্ষামন্ত্রী ও মহাপরিচালককে অভিনন্দন জানান।